দৈনিক বাংলা

তারিখ ... ৩/৫/৮৫ ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ১ ...

দৈনিক বাংলা
ঢাকা : শুক্রবার, ২০শে বৈশাখ, ১৩৯২ : ৩রা মে, ১৯৮৫

কেজি বনাম সাধারণ স্কুল

রাজধানী ঢাকার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো কিন্ডারগার্টেন স্কুলগুলোর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় কুলিয়ে উঠতে পারছে না। ক্রমেই অধিক সংখ্যক ছাত্র কেজি স্কুলগুলোর দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে। আর কেজি স্কুলের সংখ্যাও প্রাইমারী স্কুলের সংখ্যাকে ছাড়িয়ে গেছে।

সম্পন্ন অভিভাবকরা প্রাইমারী স্কুল থেকে কেজির দিকেই বেশি করে ঝুঁকছে। যাদের পক্ষে কোনমতেই কেজির খরচ বহন করা সম্ভব নয় একমাত্র তারাই তাদের সন্তানদের প্রাইমারী স্কুলে পড়াচ্ছে এবং সেটাও তাদের নিতান্ত অনিচ্ছায়।

এই অবস্থার কতকগুলো কারণ আছে। প্রথমত সাধারণ প্রকৃত কেজি স্কুলে সাধারণ প্রাইমারী স্কুল অপেক্ষা অনেক ভালো পড়াশোনা হয়। অবশ্য কোন কোন কেজি আবার ভঙ্গিসর্বস্ব। যদিও কোন কোন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ইদানীং পড়াশোনার উত্তম ব্যবস্থা লক্ষ্য করা যাচ্ছে, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেখানের পড়াশোনার মান কিন্ডারগার্টেন স্কুল অপেক্ষা তুলনামূলকভাবে নীচু। দ্বিতীয়ত অভিভাবকদের একটা মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার আছে। তাদের ধারণা কেজি স্কুলের যেহেতু একটা চটক আছে, সেখানে এক ধরনের স্মার্টনেস শেখানো হয়, সেইহেতু তাদের মতে কেজি স্কুল হলেই ভালো পড়াশোনা হয়। আর নিজ সন্তানকে ভালো পড়াশোনার সুযোগ দিতে কোন অভিভাবক চায় না? তৃতীয়ত, অপেক্ষাকৃত বিত্তশালী অনেক অভিভাবক তাদের ছেলেমেয়েরা একেবারে দরিদ্রদের সঙ্গে পাশাপাশি বসে লেখাপড়া করবে এটাও চায় না। এই কারণেই কেজি স্কুলগুলোতে ভিড় বেশি হচ্ছে। কেজি স্কুলের সংখ্যাও বাড়ছে।

মাধ্যমিক স্কুল ও কেজি স্কুলের অস্তিত্বের ফলে শিক্ষার নিম্নতম স্তরে এক সমান্তরাল ও দ্বৈত ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যা আমাদের অভিপ্রেত হতে পারে না। উভয় স্কুলের শিক্ষা পদ্ধতিতে আপাতদৃষ্টিতে যে পার্থক্য আছে তার ফলে ঐ স্তরেই ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এক ধরনের বৈষম্য দেখা দেয় এমন কি পার্থক্য না থাকলেও ঐ দুই ধরনের স্কুলের শিক্ষার্থীদের মধ্যে এক ধরনের মনস্তাত্ত্বিক বিরোধ সৃষ্টি হয়। তাছাড়া প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষার্থীদের মধ্যে কিছুটা হীনমন্যতার ভাবও সৃষ্টি হয়। এটাকে কোনমতেই সুস্থতা বলা যায় না।

কেজি স্কুলের প্রশ্নে আমাদের আর একটি বক্তব্য এই যে, শিক্ষাদান নয়, বস্তুতপক্ষে ব্যবসায় করাটাই কোন কোন স্কুল কর্তৃপক্ষের লক্ষ্য। তাছাড়া কেজি স্কুলের উপর আমাদের শিক্ষা কর্তৃপক্ষেরও কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। তাদের সিলেবাস, শিক্ষার সুযোগ-সুবিধার বর্তমানতা ইত্যাদি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কিছুই করার থাকে না। এই সুযোগে কেউ কেউ কেজি স্কুল খুলে দিব্যি ব্যবসাও চালাচ্ছেন। কেজি স্কুলে পড়াশোনা অত্যধিক ব্যয়সাপেক্ষও বটে।

আমরা অবশ্য স্পষ্ট করে বলতে চাই যে, আমাদের কিন্ডারগার্টেন শিক্ষাপদ্ধতির ব্যাপারে কোন প্রকার আপত্তি নেই। কিন্ডারগার্টেন শিক্ষাপদ্ধতি নিম্নতম স্তরে নিঃসন্দেহে সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষাপদ্ধতি আর সেই কারণেই তা বিশেষভাবে সমাদৃত। তবে আমাদের দেশে যেসব কিন্ডারগার্টেন স্কুল আছে তার সবগুলোতে ঐ শিক্ষাপদ্ধতি আদৌ অনুসরণ করা হয়ে থাকে কিনা সে সম্পর্কে গভীর সন্দেহ আছে। অধিকাংশ কেজি স্কুলই এখানে নামসর্বস্ব—লক্ষ্য কেবল মুনাফা-অর্জন। তা তারা করেও থাকে।

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা মনে করি যে, নিম্নতম স্তরে শিক্ষাক্ষেত্রে যে বৈষম্যপূর্ণ ও দ্বৈত শিক্ষা-ব্যবস্থা বর্তমান, তা দূর করতে হলে আমাদের সব প্রাথমিক স্কুলেই কিন্ডারগার্টেন শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্তন করতে হবে। এমন কিছু করতে হবে যাতে ঐ দুই ধরনের স্কুলের শিক্ষাদানপদ্ধতিতে কোন প্রার্থক্য না থাকে।

কিন্ডার গার্টেন নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। এই ফেব্রুয়ারী মাসে তীব্র বিতর্ক হচ্ছে কিন্ডার গার্টেনের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে। অভিযোগ করা হচ্ছে এই কিন্ডার গার্টেনগুলি সমাজ জীবনে এক খন্ডিত মানসিকতার সৃষ্টি করছে। শিক্ষা ব্যবস্থায় বৈষম্য সৃষ্টি করছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কিন্ডার গার্টেন গ্রামের দিকে বিস্তারিত হচ্ছে। লাইসেন্স-পারমিটের সনাতন রাস্তা ধরে সংগৃহীত হচ্ছে নাকি কিন্ডার গার্টেনের টাকা।

মফস্বলের খবরটি ছোট। তবুও আমরা তুলে ধরলাম। আমরা মনে করি, এ খবরের গুরুত্ব অনেক। আজ গ্রাম বাংলায় সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থাটুকু টিকিয়ে রাখার জন্য ঐক্যবদ্ধ সামগ্রিক প্রচেষ্টা প্রয়োজন। সে ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি কারো জন্য আদৌ মঙ্গলজনক কি? আশা করবো সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।